বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 16 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

30

শরীয়তপুরে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা

বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে ।। সুযোগ-সুবিধা বাড়েনি

শরীয়তপুর, ১৫ই জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- শরীয়তপুর জেলার ৬টি থানায় খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীর আওতাভূক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করলেও বিদ্যালয়গুলোতে সুযোগ-সুবিধা তেমন বাড়েনি। প্রায় বিদ্যালয়েই শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ, চেয়ার- টেবিল ও শিক্ষা-সামগ্রীর প্রচন্ড সংকট দেখা দিয়েছে। শরীয়তপুর জেলার ৬টি থানায় খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী শুরু হয় '৯৩-এর জুলাই মাসে। কর্মসূচীর শুরুতে জেলার ৬টি থানা -সদর, নড়িয়া, ডামুড্যা, জাজিরা, গোসাইরহাট ও ভেদরগঞ্জ থানায় মোট ৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এই কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। পরবর্তীতে এই কর্মসূচীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে মোট ১শ' ২৮টিতে উন্নীত করা হয়। কর্মসূচীর শুরুতে ওই ৫৪টি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১০ হাজার ২শ' ৯৪ এবং বর্তমানে মোট ১শ' ২৮টি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৯ হাজার ৯শ' ৫৮। উক্ত সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে '৯৪-৯৫ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত গম বিতরণ করা হয়েছে ১৮ হাজার ৭৯ দশমিক ১শ' ৩ মেট্রিক টন।

শরীয়তপুরে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী চালু হওয়ায় ক্রমান্বয়ে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করলেও বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার সুযোগ-সুবিধা তেমন বাড়েনি। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনুপাতে শিক্ষক নেই। প্রতি ৫০ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও কিছু কিছু বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা রয়েছে ৭শ' ৫০ জনেরও অধিক, সেখানে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে মাত্র ৪ জন। আবার ভিন্ন চিত্রও লক্ষ্য করা যায়, এমন কিছু বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩শ' শিক্ষক দেয়া হয়েছে ৪/৫ জন। শিক্ষক নিয়োগের এই অসম নীতির কারণে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার মান খানিকটা কমে গেছে। এছাড়া অধিকাংশ বিদ্যালয়ে চেয়ার-টেবিল, শ্রেণীকক্ষ ও ব্লাকবোর্ডের সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে।